

# সেইদিন এই মাঠ

জীবনানন্দ দাশ

[কবি-পরিচিতি : জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও ছিলেন একজন স্বভাবকবি। জীবনানন্দ দাশ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভের পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত আধুনিক জীবনচেতনার কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিন্ত। কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী। এ দেশের গাছপালা, লতাগুলি, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ : ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, কবিতার কথা, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, মাল্যবান, সুতীর্থ ইত্যাদি। ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।]

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—  
এই নদী নক্ষত্রের তলে  
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন —  
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!  
আমি চলে যাব বলে  
চালতামূল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে  
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?  
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?  
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!  
চারিদিকে শান্ত বাতি — ভিজে গন্ধ — মৃদু কলরব;  
খেয়ানোকোণুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;  
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;  
এশিরিয়া ধুলো আজ — বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

শব্দার্থ ও টীকা : সেইদিন এই মাঠ ... কবে আর ঝরে — জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য তাঁর কবিতার মৌলিক প্রেরণা। তিনি জানেন বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলবে না। তিনি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্ন-সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। আলোচ্য অংশে কবি প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যকে গভীর তৃপ্তি ও মমত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। আমি চলে যাব বলে ... লক্ষ্মীটির তরে — পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক মানুষকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কিন্তু শিশিরের জলে চালতা ফুল ভিজে যে রহস্যময় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যুগ-যুগান্তে তার কোনো শেষ নেই। আর সেই শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকবে অনন্তকালব্যাপী। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাস্ত্রতরুপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে লক্ষ্মীপেঁচাটির মমত্বের অনুভাবনাও ধরা দিয়েছে অসাধারণ এক তাৎপর্যে। এশিরিয়া ধুলো আজ ... — মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। এশিরিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তুপ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আশ্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনই শেষ হয় না। কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বিস্ময়কর নিপুণতায় উপস্থাপন করেছেন।

**পাঠ-পরিচিতি :** ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে। সভ্যতা একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু অন্যদিকে চলে তার বিনির্মাণ। মরণশীল ব্যক্তিমানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিতে থাকে চিরকালের ব্যস্ততা। মাঠে থাকে চঞ্চলতা, চালতাফুলে পড়ে শীতের শিশির, লক্ষ্মীপেটকের কর্ণে ধ্বনিত হয় মঙ্গলবার্তা, খেয়া নৌকা চলে নদীনালাতে অর্থাৎ কোথাও থাকে না সেই মৃত্যুর রেশ। ফলে মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু রহিত করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু এ জগতে সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই, মানুষের স্বপ্নেরও মরণ নেই। গভীর জীবনতৃষ্ণা নিয়ে এই সত্যই কবিতাটিতে অনুভূত হয়েছে।

## অনুশীলনী

### কর্ম-অনুশীলন

১। খেয়া নৌকায় পারাপারের বিবরণ দাও।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতায় বর্ণিত ফুলের নাম কী?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. গোলাপ | খ. শিউলি |
| গ. চালতা | ঘ. কদম   |

২। ‘আমি চলে যাব’ কবি কোথায় চলে যাওয়ার কথা বলেছেন?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. গ্রামে | খ. শহরে   |
| গ. পরপারে | ঘ. বিদেশে |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে  
তখন আমায় নাই বা তুমি ডাকলে  
তারার পানে চেয়ে চেয়ে  
নাই বা মনে রাখলে।

৩। উদ্দীপকে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ক. সৌন্দর্য | খ. ঐতিহ্য |
| গ. ঐশ্বর্য  | ঘ. আনন্দ  |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে প্রকৃতিকে একটি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে প্রকৃতি চিরকালের নবীনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অপু, দুর্গা এবং আরও অনেকে সেই চিরন্তন প্রকৃতির সন্তান। এরা যায়-আসে—থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি চিরকালই নানা রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে বিরাজমান থাকে।

- ক. কী ছাই হয়ে গেছে?
- খ. ‘পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রকৃতি জানার সঙ্গে ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. কবিতায় উল্লিখিত সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।